সংবাদ

তারিখ 14 MAR ২০১৩
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

# সিলেটে ভারত সরকারের উদ্যোগে ৯৩ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের শিক্ষাবৃত্তি

## ▸▸ এ ঋণ কোন দিনও শোধ হওয়ার নয়-মেয়র কামরান

প্রতিনিধি, সিলেট

মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের পড়ালেখায় উৎসাহ প্রদানে ভারত সরকার কর্তৃক ৯৩ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১১ লাখ ১২ হাজার টাকার মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। গত সোমবার সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক জমকালো অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর হাতে এ বৃত্তি তুলে দেয় ভারতীয় হাইকমিশন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরান ছাত্রছাত্রীদের হাতে চেক তুলে দেন। এতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে জনপ্রতি ১০ হাজার এবং স্নাতক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ২৪ হাজার টাকা করে চেক প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ১০ হাজার টাকা করে ৮০ জন এবং ২৪ হাজার টাকা করে ১৩ জন বৃত্তি পেয়েছেন।

ভারত সরকারকে সিলেটের সর্বস্তরের নাগরিকদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরান বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে এ দেশের মানুষ যুদ্ধে নামে। ওই সময় সীমান্তের শরণার্থী শিবিরে বাংলার নিরাশ্রয় মানুষকে আশ্রয় দিয়ে ভারত বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়েছিল। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ভারতের সহযোগিতায় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। সে সময় থেকে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভারতের সহযোগিতার এ ঋণ কোন দিনও শোধ হওয়ার নয়। বাংলাদেশের যে কোন সাহায্য সহযোগিতার জন্য প্রথমেই বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র ভারত আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। ভারত একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ উল্লেখ করে মেয়র কামরান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা ভাগ্যবান, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হওয়ায় ভারত তোমাদের বৃত্তি দিচ্ছে। এটা গর্বের বিষয়। তোমরা ভালোভাবে লেখাপড়া করে নিজেদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। বক্তব্যে তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাই সিলেট সিটি করপোরেশনের আওতাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের সব ধরনের ট্যাক্স স্থায়ীভাবে মওকুফ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ভারতের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার পিসি সামাইয়া বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা অবহেলিত থাকায় তাদের সন্তানরা উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র হিসেবে ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের পড়ালেখায় উৎসাহ জোগান দিতে বৃত্তি প্রদানের এ উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সংঘের সভাপতি অতিন্দ্র দেব'র সভাপতিত্বে ও বাংলাদেশ স্বাধীন বেতার কেন্দ্রের শিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষালের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সিলেটের জেলা প্রশাসক খান মো. বিলাল, ডিজিএফআইর সিলেটের অধিনায়ক সাইফুল ইসলাম, সিলেটের পুলিশ সুপার সাখাওয়াত হোসেন ও সিলেট জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সদস্য অ্যাডভোকেট রফিকুল হক।